দৈনিক

20 FEB 2017

2 - 6

লন্ডন হাইকমিশনের অনন্য উদ্যোগ

ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কৃতী শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান

হেফাজুল করিম রকিব, লন্ডন থেকে ●

লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন গত এক দশকের ধারাবাহিকতায় এবারও ব্রিটিশ বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রীদের কৃতিত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। গতকাল সেন্ট্রাল লন্ডনের কেনসিংটন টাউন হলে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাজ্য সরকারের শিক্ষা কারিকুলাম ২০১৬-এর অধীনে জিসিএসই পরীক্ষায় ন্যূনতম ১০টি বিষয়ে এ/এ প্লাস এবং 'এ' লেভেল পরীক্ষায় ন্যূনতম তিনটি বিষয়ে এ/এ প্লাসপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ৮৮ ছাত্রছাত্রীকে এ সম্মাননা প্রদান করা হয়। দেশের বাইরে বাংলাদেশের যত দূতাবাস বা হাইকমিশন আছে, এর মধ্যে একমাত্র লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনই এক দশক ধরে এমন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে আসছে। বাংলা ভাষা ও এর ঐতিহ্য যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশি নতুন প্রজন্মের কাছে আরও পরিচিত করার লক্ষ্যে হাইকমিশনের উদ্যোগে বাংলা বিষয়ে যেসব শিক্ষার্থী ভালো করেছেন, তাদেরও এবারই প্রথম সম্মাননা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষায় বিশেষ অবদান রাখা এবং একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহ্যবাহী গান– 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'র জন্য বিশিষ্ট সাংবাদিক, কলামনিস্ট ও সাহিত্যিক আবদুল গাফ্ফার চৌধুরীকে আজীবন সম্মাননা প্রদান করা হয়।

যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মো. নাজমুল কাওনাইন তার বক্তব্যে বলেন, প্রতিবছরের মতো এবারও 'ব্রিটিশ বাংলাদেশি ছাত্রছাত্রীদের অসাধারণ কৃতিত্ব ব্রিটেনে বাংলাদেশ কমিউনিটির ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করেছে। সম্মাননাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের আগামী দিনের নেতা হিসেবে অভিহিত করে তিনি বলেন, আজকের এই সম্মাননা স্মারক ভবিষ্যতে কৃতী শিক্ষার্থীদের মানসিক বিকাশে সহায়ক হবে এবং বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে বন্ধুত্বের সেতুবন্ধকে আরও সুদৃঢ় করবে।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক এমপি, যুক্তরাজ্য সরকারের মিনিস্টার ফর এভিয়েশন লর্ড আহমেদ অব উইম্বলডন, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডা. দীপু মনি এমপি, হাউস অব কমন্সের সদস্য পল স্কালি, স্টিফেন টিমস, হাউস অব লর্ডসের সদস্য লর্ড শেখ, ব্যারোনেস ভার্মা, ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য জিন ল্যাম্বার্ট এমইপিসহ সাংবাদিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। আমন্ত্রিত অতিথিরা বাংলাদেশ হাইকমিশনের উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং সম্মাননাপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি শিশু-কিশোররা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। এ উপলক্ষে বাংলাদেশ হাইকমিশন একটি বিশেষ স্মরণিকাও প্রকাশ করে।